পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
(সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যাংক)
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-০৮/৯/১০)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০।
www.pallisanchaybank.gov.bd

সাধারণ সেবা ও কল্যাণ বিভাগ

স্মারক নম্বর-পসব্য/প্রকা/সাধারণ-২৮/২০২৫-২৬/৪৫ (ক) তারিখ: ০৩/০৮/২০২৫

সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

বিষয়ঃ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত ঘোষণা করার লক্ষ্যে নির্দেশনা।

মহোদয়,
উপর্যুক্ত বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের গত ০১/০৬/২০২৫ তারিখ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত ঘোষণা করার লক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নরুপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলঃ

১। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সকল কার্যালয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ও তালিকাভুক্ত সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২। প্রধান কার্যালয়ে বিশুদ্ধ পানির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশুদ্ধ পানি রিফিল পয়েন্ট আছে। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সেখান থেকে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করবেন। এছাড়া প্রধান কার্যালয়ের বাইরে জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়, নিরীক্ষা (আঞ্চলিক) কার্যালয় ও শাখা কার্যালয়ে টিউবওয়েল থেকে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করবেন।
৩। পলিথিন/সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার না করার বিষয়টি নিশ্চিত করাসহ প্লাস্টিকের পানির বোতলের পরিবর্তে স্টিল/পরিবেশবান্ধব বোতল ব্যবহার করতে হবে।
৪। সভা/সেমিনার/শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে পিভিসি/প্লাস্টিকের ব্যানারের পরিবর্তে কাপড়/পাটের ব্যানার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
৫। প্রধান কার্যালয়ের ক্যান্টিন/ক্যাফেটেরিয়াতে এবং জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়, নিরীক্ষা (আঞ্চলিক) কার্যালয় ও শাখা কার্যালয়ে খাবার পরিবেশন করার ক্ষেত্রে পলিথিন ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সামগ্রী ব্যবহার বন্ধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুমোদনক্রমে,

আপনার বিশ্বস্ত,

০৩/০৮/২০২৫
(আবদুল আজিজ বেপারী)
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে / কার্যার্থে।
১.স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২. স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক,প্রধান কার্যালয়,ঢাকা।
৩. স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপকের দপ্তর (সকল), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. বিভাগীয় প্রধান, আইসিটি সিস্টেম বিভাগ, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (ওয়েব সাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)
৫.অফিস নথি/ মহানথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শাখা -১
www.moef.gov.bd

বিষয়: বাংলাদেশ সচিবালয়কে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত ঘোষণা করার লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. ফারহিনা আহমেদ সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	০১ জুন ২০২৫
সভার সময়	:	বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	হাইব্রিড (জুম প্ল্যাটফর্ম/ এ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ)
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তা ও ভার্চুয়ালি সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন পরিবেশ দূষণ বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত এবং উদ্বেগের বিষয়। বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, প্লাস্টিকদূষণ, পানিদূষণসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ দূষণ আমাদের দেশে তীব্র আকার ধারণ করেছে। প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ UNCBD'র স্বাক্ষরকারী দেশ। UNCBD'র science report অনুযায়ী বায়োডাইভারসিটি হতে প্রায় দশ লক্ষ প্রজাতি হারিয়ে যেতে বসেছে। যার অন্যতম প্রধান কারণ হলো প্লাস্টিক দূষণ। এ জীব বৈচিত্র্যের ধ্বংস মানুষের অস্তিত্ব-কে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করবে। সমুদ্রগুলি অতিরিক্ত তাপ এবং মানবসৃষ্ট কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন শোষণ করে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত করতে সাহায্য করে। সামুদ্রিক আবর্জনার অধিকাংশ হল প্লাস্টিক, যার মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে এবং সামুদ্রিক জীবন ও মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্লাস্টিক বা পলিথিনের চূড়ান্ত গন্তব্য হলো সমুদ্র। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্টের জন্য প্লাস্টিক বা পলিথিন দায়ী। বাংলাদেশ সচিবালয় হলো দেশের প্রশাসনের প্রাণ কেন্দ্র। পলিথিন ও প্লাস্টিকের ব্যবহার যদি সচিবালয়ে বন্ধ করা যায় তাহলে সারা দেশে ক্রমান্বয়ে এটি বন্ধ করা যাবে। সচিবালয়ে বিভিন্ন ধরণের সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার হয়ে থাকে। সচিবালয় এর অভ্যন্তরে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক (SUP) এর ব্যবহার বন্ধ করার মাধ্যমে সচিবালয়কে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত ঘোষণা করার জন্য আজকের এই সভা।

২.০ আলোচনা:

২.১ আলোচনার শুরুতে যুগ্মসচিব, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। তিনি প্লাস্টিক ও পলিথিনের ক্ষতিকর দিকসমূহ তুলে ধরেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে গৃহীত কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। তিনি জানান পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুসারে ২০০২ সালে পলিথিন নিষিদ্ধ করা হয়। ২০১৯ সালে মহামান্য হাইকোর্ট পলিথিন ব্যবহার বন্ধে নির্দেশনা প্রদান করে। তিনি সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের বিকল্প পণ্যসমূহের তালিকা সভায় উপস্থাপন করেন। আগামী ২৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের পূর্বে বাংলাদেশ সচিবালয়কে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত ঘোষণার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের করণীয় সম্পর্কে তিনি সভাকে অবহিত করেন। অতপর সভায় অংশগ্রহণকারীগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

২.২ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, সিঙ্গেল উইজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে। স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজনের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

২.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, এ উদ্যোগ বাংলাদেশ সচিবালয়ের পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদের দপ্তরে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন ধরণের কম্প্রোমাইজ করবে না। বিকল্প পণ্য ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সকলকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে।

২.৪ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রতিনিধি বলেন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধে মাননীয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নির্দেশনা প্রদান করেছেন। নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ে কোন ধরণের সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার করা হচ্ছে না। পানির বোতলের পরিবর্তে গ্লাসের ব্যবহার করা হয়। কাগজের ফোল্ডার ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

২.৫ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধকরণ একটি সামাজিক আন্দোলনও বটে। আগামী অর্থ বছরের বাজেটে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিকল্প পণ্য ব্যবহার করার জন্য পত্র দেয়া যেতে পারে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে একটি মনিটরিং টিম গঠন করা যেতে পারে। মনিটরিং টিম স্টোর ব্যবস্থাপনায় যেনো সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার না করা হয় সে বিষয়ে মনিটরিং করতে পারে। এক্ষেত্রে একটা কেন্দ্রীয় মনিটরিং টিমও গঠন করা যেতে পারে।

২.৬ শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, এ মন্ত্রণালয়ের সভা/সেমিনারে কাঁচের বোতল ব্যবহার করা হয়। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে কাজ করছে শিল্প মন্ত্রণালয়। এখানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কয়েকটি দপ্তর/সংস্থা রয়েছে। দপ্তর/সংস্থাকে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

CamScanner

২.৭ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধকরণ একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এ উদ্যোগ মেয়েদের স্বাস্থ্য সমস্যা রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে মনিটরিং টিমে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

২.৮ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ হচ্ছে পলিথিন ও প্লাস্টিকের ব্যবহার। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে হলে সচেতনতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। জেলা ও উপজেলা গুলোতে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। স্কুল ও কলেজে সিঙ্গেল ইউজ ব্যবহার বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি আবশ্যক।

২.৯ উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর বলেন, প্লাস্টিক ও পলিথিন ব্যবহার বন্ধের বিষয়ে কয়েকটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেবা শাখাকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা যেতে পারে। বাংলাদেশ সচিবালয়কে সবুজায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে যুক্ত করতে হবে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

২.১০ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, সচেতনার পাশাপাশি এনফোর্সমেন্ট এবং মনিটরিং কার্যক্রম করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেকটি রুমে কাঁচের বোতল ও জগ ব্যবহার হচ্ছে। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের পরিবর্তে চিনা মাটির চায়ের কাপ দেয়া হয়েছে। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে পত্র প্রদান করা হবে।

২.১১ জননিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধি বলেন, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে এনফোর্সমেন্টে কার্যক্রম সহযোগিতা প্রদান করা হবে। মন্ত্রণালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

২.১২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন, এ বিষয়ে ক্যাম্পেইন করা যেতে পারে। পিভিসি ব্যানারের পরিবর্তে পাটের/কাপড়ের ব্যানার ব্যবহার করার অনুরোধ জানান। বাংলাদেশ সচিবালয়কে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত করার বিষয়ে ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানান।

২.১৩ বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, পলিথিন ও সিঙ্গেল ইউজ বন্ধে সারাদেশে কাজ শুরু করার আগে বাংলাদেশ সচিবালয়কে নিয়ে কাজ করার উদ্যোগকে স্বাগত জানান। এনফোর্সমেন্টের পাশাপাশি মোটিভেশন করা জরুরী।

২.১৪ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যান বিভাগের প্রতিনিধি বলেন, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে কার্যকর ভূমিকা পালনে মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে সবুজায়নের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী।

২.১৫ সভাপতি বলেন, তালিকাভুক্ত সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে সকল মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রস্তাবিত বিকল্প পণ্যের ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে। আগামী ২৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের আগে বাংলাদেশ সচিবালয়কে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে একটি মনিটরিং টিম গঠনসহ প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগে সেবা শাখার কর্মকর্তা নেতৃত্বে একটি মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে। সচিবালয়ের গেটে দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশ সদস্যগণ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক প্রবেশ বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে জননিরাপত্তা বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রত্যেকটি বিপনী বিতান ও রেস্টুরেন্ট এ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধে সকল মন্ত্রণালয়ে নির্দেশনা প্রদান করবে।

৩.০ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ও তালিকাভুক্ত সিঙ্গেল ইউজ ব্যবহার বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ও বাইরে অবস্থিত)
৩.২	সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজনসহ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যবহারে উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৩.৩	মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ও পলিথিন ব্যবহার বন্ধের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	
৩.৪	প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশুদ্ধ পানি রিফিল পয়েন্ট স্থাপন করতে হবে।	
৩.৫	সভার খাবার আনা-নেয়া এমনকি পরিবেশনের সময় পলিথিন/সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার না করার বিষয়টি নিশ্চিত করাসহ প্লাস্টিকের পানির বোতলের পরিবর্তে স্টিল/পরিবেশবান্ধব বোতল ব্যবহার করতে হবে।	
৩.৬	সভা/সেমিনার/শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে পিভিসি/প্লাস্টিকের ব্যানারের পরিবর্তে কাপড়/পাটের ব্যানার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	
৩.৭	সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ও পলিথিন ব্যবহার বন্ধে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসন অনুবিভাগের তত্ত্বাবধানে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে পলিথিন/সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের বিষয়টি মনিটরিং করবে। মাসিক ভিত্তিতে মনিটরিং প্রতিবেদন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রেরণ করবে।	

CamScanner

৩.৮	পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ও পলিথিন ব্যবহার বন্ধে অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও আইন) এর নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটিতে জননিরাপত্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত থাকবে।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩.৯	বাংলাদেশ সচিবালয়ে যেন পলিথিন এবং সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সামগ্রী প্রবেশ করতে না পারে এ জন্য উপপুলিশ কমিশনার, সচিবালয় নিরাপত্তা বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সচিবালয়ের গেটে দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশ সদস্যগণকে নির্দেশনা প্রদান করবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ
৩.১০	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিপনী বিতান, ক্যান্টিন ও ক্যাফেটেরিয়াতে পলিথিন ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সামগ্রী ব্যবহার বন্ধের বিষয়ে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
৩.১১	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পলিথিন ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে আলাদা নির্দেশনা জারী করবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৩.১২	নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের ক্ষতিকর দিকসমূহ পাঠ বইয়ে অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করবে	

৪.০ সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. ফারহিনা আহমেদ
সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

CamScanner